আজ মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা ঃ গত কয়েকদিনের টানা নিম্নচাপের জেরে দিঘা সমুদ্রে জলের স্তর বেশ খানিকাটা বেড়েছে। এর মধ্যে মঙ্গলবার বাতাসের গতি বাড়ায় উত্তাল হয়ে উঠেছে দিঘার সমুদ্র। সকাল থেকেই ফুলে উঠছে জল। তাই উত্তাল পরিস্থিতিতে আগামী ২৪ ঘন্টা মৎসজীবীদের সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। পাশাপাশি পর্যটকদেরও সমুদ্রে স্নানে নামতে নিষেধাজ্ঞা জরি করেছে প্রশাসন। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী বৃষ্টি হবে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ন এলাকায়। যার জেরে সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠবে। এদিন সকালের ভরা জোয়ারের সময় ছিল বেলা ১১টা ৩৫ মিনিট নাগাদ। ওই সময় সমুদ্র যথেষ্ট উত্তাল ছিল। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে পর্যটকদের জন্য বিশেষ ভাবে সতর্কতা নেয় দিঘা পুলিশ প্রশাসন। এছাড়াও মান্দারমণি, তাজপুর সহ সমস্ত সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় পর্যটকদের সাবধানতা অবলম্বন করতে বলা হয়।

অতিরিক্ত অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় যেন কেউই গভীর সমুদ্রের দিকে চলে না যান তার জন্য প্রশাসনের তরফে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। স্নানঘাটগুলিতে এবং পুরানো দিঘার বিশ্ব বাংলা পার্কের কাছে সিভিক ভলেন্টিয়ার মাঝে মধ্যেই সমুদ্রের কাছাকাছি চলে যাওয়া পর্যটকদের সতর্ক করতে হুইসেল বাজিয়ে সর্তক করছে।

চুরির সাথে জড়িত কোম্পানির ম্যানেজার ও দুই সহকর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাঁশকুড়া ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মেচোগ্রামে দিনে-দুপুরে অনলাইন শপিং সংস্থার ডেলিভারি অফিসে ডাকাতির ঘটনার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই রহস্যের কিনারা করল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ। সোমবার দুপুরে পাঁশকুড়ার মেচোগ্রামে ডেলিভারি ইন কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি ডেলিভারি সংস্থার অফিসে চার দুষ্কৃতী মোটরবাইকে এসে সি সি টিভি ক্যামেরা ভাঙচুর করে। ছিনতাই করে নিয়ে যায় প্রায় ৪৭ লক্ষ টাকা। স্বাভাবিকভাবেই এই ডাকাতির ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। তবে মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যেই পুলিশ এই বড়সড় ডাকাতি কান্ডের রহস্যের সমাধান করায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন জেলার অধিবাসীরা। জানা গেছে, তদন্তে নামতেই পুলিশের হাতে উঠে আসতে থাকে একের পর এক অসঙ্গতি। ডাকাতির ঘটনাটা পরিকল্পিত বলে মনে হয় পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ সুপার ভি সলোমন নিশা কুমারের। মঙ্গলবার পাঁশকুড়া থানায় পুলিশ সুপার ভি সলোমন নিশা কুমার এক সাংবাদিক বৈঠকে ধৃত তিন দুষ্কৃতী ও উদ্ধার হওয়া টাকা হাজির করেন। তিনি জানান, সংস্থার ম্যানেজার ও দুই কর্মী ডাকাতির গল্প ফেঁদে নিজেরাই ৪৬ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা আত্মসাৎ করতে চেয়েছিল। পাঁশকুড়া থানার পুলিশ তদন্তে নেমে আসল ঘটনা জানতে পারে। এর পরেই ডেলিভারি অফিসের ম্যানেজার বিশ্বজিৎ মুর্মুকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ চালাতে তার কথায় একের পর এক অসঙ্গতি উঠে আসে। পুলিশ তাদের ধারণা সঠিক কিনা জানতে বিশ্বজিৎ মুর্মুকে থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসবাদ শুরু করতেই সমস্ত অপরাধ স্বীকার করে নেয় এই ডেলিভারি সংস্থার অফিসের ম্যানেজার। উঠে আসে ডাকাতি কান্ডে জড়িত বিশ্বজিতের সহযোগী বাকি দুই সঙ্গীর নাম। এরা হলেন, উজ্জ্বল দত্ত ও সৌভিক সরকার। এরপরেই পাঁশকুড়া থানার পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে।

পুলিশ অভিযান চালিয়ে উজ্জ্বলের গাড়ি থেকে ডাকাতির ৪৬ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা ও সি সি টিভির হার্ডডিস্কটিও উদ্ধার করে। ধৃতদের মঙ্গলবার তমলুক আদালতে তোলা হলে তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। এই ঘটনার সাথে আর কারা কারা জড়িত আছে তার সন্ধান শুরু করেছে পুলিশ।

কালো বোট রহস্যের সমাধান

নিজস্ব সংবাদদাতা, জুনপুট ঃ কালো বোট রহস্যের কিনারা হল। গতকয়েকদিন ধরে দিঘার অদূরে সমুদ্রে ভেসে বেড়ানো বোটটি যে কোনো ভাবেই ভুতুড়ে কিংবা সন্ত্রাসবাদীদের নয় তা একপ্রকার পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। এদিন জুনপুট কোস্টাল থানা ভুতুড়ে বোটটির রহস্য উদঘাটন করে। এই বোটটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সাগর এলাকা থেকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হিজলি শরীফে পূর্ণার্থীদের নিয়ে এসেছে। বোটটির নাম লোকনাথ। এর মালিক হলেন কাকদ্বীপের বাসিন্দা অসিত পাহাড়ি। বেশ কয়েকজন পূর্ণার্থীকে নিয়ে সেটি এসেছে হিজলিতে। এই ট্রলারটি আর পাঁচটি পরিচিত ট্রলারের মতো দেখতে নয়। দিঘা ও সংলগ্ন এলাকার মাছ ধরার ট্রলারগুলির রঙ যেখানে লাল সেখানে এই ট্রলারের রঙ ছিল কালো। তাছাড়া মৎস্যজীবীদের ট্রলারগুলি একে অপরের পাশ কাটালে সিগন্যাল দেয়। কিন্তু এই ট্রলারটি অন্য ট্রলারদের সিগন্যালের প্রত্যুত্তর দিচ্ছিল না। তাছাড়া বেড়াতে এসে এই ট্রলারটি আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। যার জেরে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। প্রসঙ্গত, সোমবার মাঝ সমুদ্রে এক সন্দেহভাজন বোটের হদিশ পেয়ে মৎস্য দপ্তরকে খবর দেয় মৎস্যজীবীরা। জানা গেছে, দিন চারেক আগে সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছিল এফবি এমএ ধনেশ্বরী এম এম থ্রিটুটুত্রি'-নামে এক ফিশিং বোট। আর সেই বোটের এক মৎস্যজীবী বগুড়ান জলপাই মৎস্য খটি থেকে প্রায় আট নটিক্যাল মাইল দূরে একটি কালো রঙের বোটকে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। তারপর ওই মৎস্যজীবীরা কোস্টগার্ডকে খবর দেয়। আর সেই খবর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মৎস্য দপ্তরে আসে।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সহমৎস্য অধিকর্তা (মেরিন) রামকৃষ্ণ সর্দার বলেন, ওই সন্দেহজনক বোটটি ২১ ডিগ্রী ৪১ এন এবং ৮৭ ডিগ্রী ৪৯ ই-তে রয়েছে। ওই বোটে জাল সহ মাছ ধরার কোন সামগ্রী নেই। তবে আমরা বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে খবর পাঠিয়েছি। তিনি আরও বলেন, আমরা তদন্ত শুরু করেছি

দাসপুরে বেহাল রাস্তায় ধান গাছ পুঁতে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দাসপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের গৌরা গ্রাম পঞ্চায়েতের সোনামুই থেকে সীতাপুর গ্রামে যাওয়ার মূল রাস্তাটি বহুদিন ধরেই বহাল। অথচ ওই রাস্তার উপর ভর করেই আশে পাশের পাঁচটি গ্রামের মানুষকে দৈনিক যাতায়াত করতে হয়। স্কুল-কলেজ যেতে হলেও ছাত্রছাত্রীদের সমস্যায় পড়তে হয়। বিশেষত বর্ষাকালে ওই রাস্তা চলাচলে দুর্ভোগ আরও বাড়ে। প্রায় আট কিলোমিটার ওই রাস্তা সারাই করার দাবি বহুদিন ধরেই জানিয়ে আসছেন গ্রামবাসীরা। কিন্তু প্রতিবারে রাস্তা সারাই প্রতিশ্রুতি মিললেও কাজ হয়নি। প্রতিবাদে তাই রাস্তার ধানগাছ লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখাল এলাকাবাসী। গৌরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শীতল খাঁড়ার বলেন, বিক্ষোভের ঘটনা শুনেছি। এন আর জি এর অধীনে ওই রাস্তা ঢালাই করার জন্য টেন্ডারের কাজ আগেই সম্পন্ন হয়েছে। ঠিকাদারের গাফিলতির ফলে কাজ শুরু হতে দেরি হচ্ছে। খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হয়ে যাবে। আন্দোলনকারীরা অবশ্য হুমকি দিয়েছেন, দ্রুত কাজ না হলে আগামী দিনে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন।

রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঘাটাল ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার উত্তেজনা ছড়ায়। মৃতের পরিবার লোক বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘাটাল থানায় মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হলে পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠায়। সোমবার বিকেলে দাসপুর এলাকার বছর ৩২ এর সোমা দাস প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে ভর্তি হয় ঘাটালের কুশপাতা এলাকার জি এফ সি নার্সিংহোমে। ভর্তির পর সিজার অপারেশন করা হয় বলে জানায় মৃতের পরিজনেরা। এরপর যমজ সন্তানের জন্ম দেন সোমা। তারপর সোম সুস্থ ছিল হঠাৎ মঙ্গলবার সকালে বাড়ির লোককে খবর দেওয়া হয় সোমা মারা গেছে। বাড়ির লোকেদের অভিযোগ, ভুল চিকিৎসার কারণেই তাঁদের রোগী মারা গেছে। যদিও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে বলেন, হার্ট অ্যাটার্ক করে মারা গেছে ওই রোগী।

দারুয়া বলাকা সংঘের রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে রক্তদান শিবিরে আয়োজন করল দারুয়া বলাকা সংঘ। উক্ত অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কাঁথি পৌরসভার সৌমেন্দু অধিকারী। কাঁথি পৌরসভার পৌরপ্রধানকে বরণ করেন ক্লাবের সদস্য তথা কাঁথি প্রভাত কুমার কলেজের সাধারণ সম্পাদক স্বরূপ মাইতি। মঙ্গলবার দারুয়া সেন্ট্রাল প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। ক্লাবের সম্পাদক রূপম মাইতি বলেন, প্রচন্ড গরমে ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে রক্তের আকাল দেখা যায়। সেই অভাব দূর করতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ক্লাবের সদস্য বিশ্বজিৎ দাস বলেন, ক্লাব সদস্য সহ প্রায় ৭৫ জন রক্ত দান করেন। সমস্ত রক্ত সংগ্রহ করেন কাঁথি মহকুমা ব্লাডব্যাঙ্ক। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঁথি ১নং ওয়ার্ডে কাউন্সিলর সেক সাবুল, বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশীষ ভুঁঞ্যা সহ প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানে সবাই ধন্যবাদ জানায় ক্লাবের দেবদুলাল ভুঁঞ্যা।

এক বছরেই পিচ উঠে খানাখন্দে পূর্ণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বেলপাহাড়ি ঃ জঙ্গলমহলের উন্নয়ন-অনুন্নয়ন ঘিরে এত কাহিনী ও প্রচার, সেই জঙ্গলমহলের বেলপাহাড়ি ব্লকের খট্টাধরা থেকে ঠাকুরানপাহাড়ি পর্যন্ত ৫ কিমি নতুন রাস্তার পিচ বছর পার হতেই উঠে গিয়ে খানাখন্দে ভরে গেল। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, এমনিতেই জঙ্গলমহলের এইসব প্রত্যন্ত এলাকার উন্নয়নে উদাসীনতা রয়েছে। তার ওপর গত বছর যদিও বা শিমুলপাল অঞ্চলের খট্টাধরা থেকে মাঝগেড়িয়া, ঢাঙিচুয়া, কটুচুয়া ও দড়ামডি হয়ে ঠাকুরানপাহাড়ি পর্যন্ত রাস্তাটি প্রধানমন্ত্রী গ্রামসড়ক যোজনায় পাকা করা হল, কিন্তু বছর ঘুরতেই পিচ উঠে তা খানাখন্দে ভরে গেল। যার ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে এলাকার বাসিন্দাদের।

মডার্ন হাই স্কুলে অভিভাবকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দেশপ্রাণ ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দেশপ্রাণ ব্লকের পারুলিয়া মডার্ন হাই স্কুলে মঙ্গলবার সকালে উত্তেজনা ছড়ায়। গ্রামবাসী ও অভিভাবকদের অভিযোগ, শিক্ষকরা প্রতিদিন খেয়াল খুশি মতো স্কুলে যাতায়াত করেন। স্কুলের মিড ডে মিল রান্না করা হয় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। খেলার মাঠ সহ স্কুলের চারপাশ নোংরা-অবর্জনায় ভর্তি। আন্দোলনকারীদের আরও অভিযোগ, বারবার বিদ্যালয় কতৃপক্ষকে জানিয়েও কোন কাজ হায়নি। তাই এদিন দুপুর নাগাদ স্কুলে তালা লাগিয়ে শিক্ষকদের বার করে দেন এলাকাবাসী। ঘটনাটিকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। প্রশাসন ও পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আসে।

থানার উদ্যোগে সচেতনতা কর্মসূচী

নিজস্ব সংবাদদাতা, জুনপুট ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জুনপুট থানার উদ্যোগে মঙ্গলবার সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি পালন করা হয়। কাঁথি থানা, কাঁথির ট্রাফিক বিভাগ এবং কলেজ পড়ুয়াদের সমাজসেবী সংগঠন মন ও জীবন যৌথভাবে এই কর্মসূচি পালন করে। এই উপলক্ষ্যে জুনপুট থেকে মোটরবাইক র‍্যালি করা হয়। উদ্বোধন করেন জুনপুট কোস্টাল থানার ওসি রবি গ্রাহিকার। র‍্যালি শেষ হয় কাঁথির মেছেদা বাইপাশে। সেখানে একটি পথসভা হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন কাঁথি মহকুমা পুলিশ অফিসার পার্থ ঘোষ, কাঁথি পৌরসভার কাউন্সিলর অতনু গিরি প্রমুখ। মন ও জীবনের সদস্যরা জানিয়েছেন, জুনপুট থেকে কাঁথি রাস্তার দুই ধারে থাকা মানুষদের হাতে লিফলেট তুলে দেওয়া হয়। সদস্যরা জানিয়েছেন, এই লিফলেট রাজ্য সরকারের সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ প্রকল্প সম্পর্কে সকলকে ওয়াকিবহাল করা হয়। দুর্ঘটনা কমাতে এবং দুর্ঘটনার কবলে পড়া মানুষদের হতাহতের কবলে যাতে না পড়তে হয় তার জন্যেই এই উদ্যোগ।

ক্লাবের উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে এবং হলদিয়া থানার ব্যবস্থাপনায় মঙ্গলবার বিনা ব্যয়ে চক্ষু পরীক্ষা, সুগার পরীক্ষা, ও হেলমেট প্রদান অনুষ্ঠান হয়। উপস্থিত ছিলেন, হলদিয়া মহকুমা পুলিশ অফিসার তন্ময় মুখার্জী, লায়ন্স ড্রিস্টিক্টের প্রাক্তন গভর্নর এস.পি ব্যানার্জী, আইসি কুদরতি খোদা সহ আরও প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিরা।

ফর্মফিলাপে কৃষকদের লম্বা লাইন

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত পূর্ব মেদিনীপুরের ২৫টি ব্লকে কৃষিদপ্তরের বহু কৃষক বিকেল পর্যন্ত লাইন দিয়ে জমা দিলেন বাংলা ফসল বীমা যোজনার ফর্ম। কোলাঘাট, পাঁশকুড়া, তমলুক, নন্দকুমার, সুতাহাটা, মহিষাদল, কাঁথি সহ জেলার সর্বত্র ব্লক কৃষিদপ্তরের ছবিটি ছিল একই। কৃষিতে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার লক্ষ্যে দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতো এরাজ্যেও বেশ কয়েক বছর চালু হয়েছে এই ব্যবস্থা। আসন্ন খারিফ মরশুমে ধানচাষের কাজ শুরু হয়েছে। চলছে ধান রোপনের কাজ। আর নিয়ম মোতাবেক ৩১ জুলাই ছিল নাম নথিভুক্তের শেষদিন। নন্দকুমার ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা দীপক মন্ডল জানান, মঙ্গলবার শেষ দিন পর্যন্ত প্রায় ১০ হাজার কৃষক নাম নথিভুক্ত করেছেন। তবে এই বীমায় কৃষককে কোন টাকা দিতে হচ্ছে না। কেন্দ্রসরকার ও রাজ্যসরকার বীমার পুরো টাকাই বহন করছে। দীপকবাবু আরও জানান, বর্তমান খারিফ মরশুমে ধান চাষের ক্ষেত্রে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে কৃষির ক্ষতি হয় তাহলে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ব্লকের কৃষি আধিকারিককের সাথে যোগযোগ করতে হবে বলে জানান। সরকারের এই উদ্যোগে খুশি জেলার কৃষকমহল।

দিল্লিতে কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি পেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিল্লি ঃ বহু প্রতিক্ষিত পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার স্থায়ী বন্যা প্রতিরোধ ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে অবিলম্বে অর্থ বরাদ্দ করে বর্ষার পরই কাজ শুরুর দাবিতে মঙ্গলবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় জলসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী নীতিন গড়করির নিকট ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ন সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে দেখা করে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মন্ডল, সত্যসাধন চক্রবর্তী, দেবাশীষ মাইতি, অভিরাম বেরা, সুনীল গোস্বামী প্রমুখ। মন্ত্রী মহোদয় দাবির যৌতিকতা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। তবে রাজ্য সরকারকে এব্যাপারে মূল উদ্যোগী হতে হবে বলে বলেন। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ন সংগ্রাম কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র নায়ক ও দেবাশীষ মাইতি অভিযোগ করে বলেন, ২০১৫ সালে গঙ্গা বন্যা নিয়ন্ত্রণ কমিশন ও কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রকের টেকনিক্যাল কমিটি প্রকল্পে ছাড়পত্র দিলেও কেন্দ্র ও রাজ্য এই বড় প্রকল্পেকে কত টাকা দেবে তা নিয়ে চলছে দড়ি টানাটানি। আমরা আমাদের কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে দুবার এবং পূর্বতন সেচমন্ত্রীকে একাধিক বার এবং গত ১৬ জুন নতুন সেচমন্ত্রী ডঃ সৌমেন মহাপাত্রকে স্মারকলিপি দিয়ে কেন্দ্রকে চাপ সৃষ্টির জন্য আমাদের কমিটির প্রতিনিধি সহ বিধান সভার সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল পাঠাতে অনুরোধ করেছিলান। কিন্তু রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ না নেওয়ায় মঙ্গলবার আমরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সাথে দেখা করে স্মারকলিপি দিলাম। এতৎসত্বেও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কোন পদক্ষেপ না নিলে আগামী সেপ্টেম্বরে বানভাসিরা কলকাতায় নবান্ন বা রাজভবন অভিযানের কর্মসূচী নিতে বাধ্য হবে বলে নারায়ণবাবু জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ৭ জুন কেন্দ্রীয় জল সম্পদ মন্ত্রকের অ্যাডভাইসরি কমিটির বৈঠকে-এ স্কীমটি অনুমোদন পেয়েছে। ১৭৪০ কোটি টাকার পূর্ণাঙ্গ স্কীমের প্রথম পর্যায়ে ১২৯২ কোটি টাকার কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্প রূপায়ন হলে দুই জেলার ১৬৫০ বর্গ কিমি এলাকার প্রায় ১৭ লক্ষ অধিবাসী বন্যার হাত থেকে রেহাই পাবেন।